একটি ভুল সংশোধন

[এক গালাতি কা ইযালা]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

একটি ভুল সংশোধন

[এক গালাতি কা ইযালা]

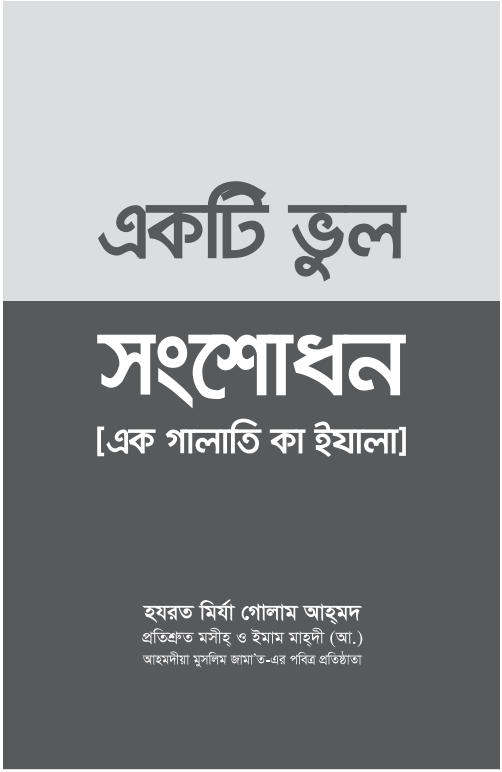

বঙ্গানুবাদঃ মৌলভী মোহাম্মদ

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

একটি ভুল সংশোধন
[এক গালাতি কা ইযালা]

গ্রন্থস্বত্ব | **ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.**

প্রকাশনায় | **আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষান্তর | **মৌলভী মোহাম্মদ**

প্রকাশকাল | ১ম বাংলা প্রকাশ : **ডিসেম্বর ১৯৬৪**
৩য় বাংলা সংস্করণ : **জুন ২০২২**

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | **বাড-ও-লিভস্**
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

A Misconception Removed
[Eik Ghalati Ka Izala]

একটি ভুল সংশোধন
[এক গালাতি কা ইযালা]

by **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
The Promised Messiah and Imam Mahdi as

Translated into Bengali by
Maulvi Mohammad

1st Bangla translation published in December 1964
3rd reprint in Bangladesh in June 2022

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© **Islam International Publications Ltd., UK**

ISBN 978-984-991-052-7

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ছোট্ট পুস্তিকাটি ৫ নভেম্বর ১৯০১ সালে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি প্রকাশের কারণ স্বয়ং মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই পুস্তিকায় এভাবে বর্ণনা করেন–

"এক ব্যক্তির নিকট কোন বিরুদ্ধবাদী আপত্তি জানায় যে, তুমি যার নিকট বয়আত (শিষ্যত্ব গ্রহণ) করেছো, তিনি নবী ও রসূল হবার দাবী করেছেন। এর উত্তর শুধু অস্বীকারজ্ঞাপক শব্দে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরূপ উত্তর সঠিক নয়। সত্য কথা এই যে, আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র পবিত্র ওহী (বাণী)-সমূহে নবী, রসূল ও মুরসাল শ্রেণীর শব্দ একবার দু'বার নয়, বরং শত শত বার বিদ্যমান হয়েছে। অতঃপর (আমার) ওহীতে এসব নেই, তা বলা কীভাবে সত্য হতে পারে? পরন্তু পূর্বের তুলনায় এসব শব্দ আরও স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।" [একটি ভুল সংশোধন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ডঃ ১৮, পৃঃ ২০৬]

অর্থাৎ তিনি এক ধরনের নবুওতের দাবী করেছেন আর এ কথা তাঁর এ পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একইসাথে তিনি এ পুস্তিকায় এক ধরনের নবুওত অস্বীকার করতঃ কী ধরনের নবুওত লাভ করেছেন– এর ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়ে বলেছেন:

"খোদা তা'লা স্বয়ং যেখানে আমাকে নবী ও রসূল আখ্যা দিয়েছেন, সেখানে আমি কীভাবে এটা প্রত্যাখ্যান করতে পারি এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যকে ভয় করতে পারি? ... যেসব স্থানে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করেছি, সেখানে এ অর্থেই করেছি যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নই এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীও নই। কিন্তু আমি আমার নেতা রসূলের (সা.) আত্মিক কল্যাণ লাভ করে এবং তাঁরই নামে আখ্যায়িত হয়ে, তাঁরই মাধ্যমে খোদার পক্ষ থেকে আমি গায়েবের জ্ঞান পেয়েছি। এ অর্থে আমি নবী ও রসূল। কিন্তু আমার কোন নতুন শরীয়ত নেই। এরূপে নবী হওয়া আমি কখনও অস্বীকার করি নি। পরন্তু এ অর্থেই আল্লাহ্ আমাকে নবী ও রসূল বলে সম্বোধন করেছেন। অতএব এখনও আমি এ অর্থে নবী ও রসূল হওয়া অস্বীকার করি না।" [একটি ভুল সংশোধন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ডঃ ১৮, পৃঃ ২১০-২১১]

বর্তমানে সমাজে আমাদের বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদ খণ্ডনকল্পে এই পুস্তিকাটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হচ্ছে। উক্ত পুস্তিকা প্রকাশে যারা যেভাবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের ইহকাল ও পরকালে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

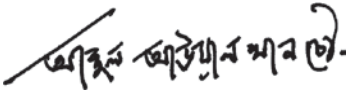

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। ১৫ জুন ২০২২

লেখক পরিচিতি

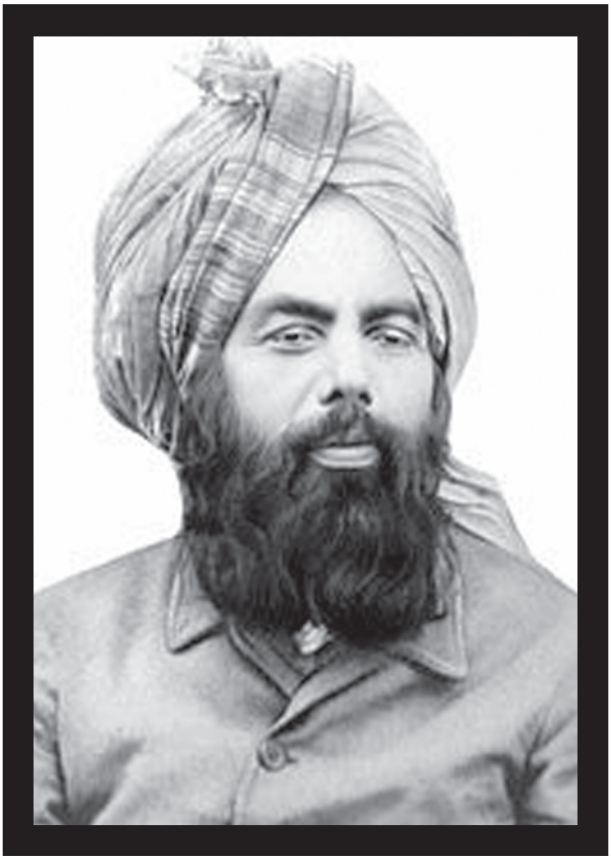

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবনযাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্মবিশ্বাসে সন্দেহ,

সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক), বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন– কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২১৬টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

একটি ভুল সংশোধন

[এক গালাতি কা ইযালা]

আমার জামা'তের কিছুলোক, যারা আমার পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পড়ার সুযোগ পায় নি এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ পূর্ণভাবে অবগত হবার জন্য যথেষ্ট সময় আমার সাহচর্যে থাকে নি, তারা আমার দাবী ও প্রমাণ সম্বন্ধে জানার স্বল্পতাবশতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি শুনে যে উত্তর দিয়ে বসেন, তা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে সত্য পথে থেকেও তাদেরকে লজ্জা পেতে হয়। কয়েকদিন হল, এরূপ এক ব্যক্তির নিকটে কোন বিরুদ্ধবাদী আপত্তি জানায় যে, তুমি যার নিকট বয়আত (শিষ্যত্ব গ্রহণ) করেছো, তিনি নবী ও রসূল হবার দাবী করেছেন। এর উত্তর শুধু অস্বীকারজ্ঞাপক শব্দে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরূপ উত্তর সঠিক নয়। সত্য কথা এই যে, আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র পবিত্র ওহী (বাণী)সমূহে নবী, রসূল ও মুরসাল শ্রেণীর শব্দ একবার দু'বার নয়, শত শত বার বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর (আমার) ওহীতে এসব নেই, তা বলা কিরূপে সত্য হতে পারে? পরন্তু পূর্বের তুলনায় এসব শব্দ আরও স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাইশ বছর পূর্বে লিখিত আমার 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামক পুস্তকেও এসব শব্দের ব্যবহার কিছু কম হয় নি। এ পুস্তকে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র ওহীগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে–

هُوَ الَّذِی أَرۡسَلَ رَسُوۡلَہٗ بِالۡھُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡھِرَہٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّہٖ

"হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিলহুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহি'– (বারাহীনে আহমদীয়া, ৪৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এতে স্পষ্টভাবে আমাকে রসূল বলা হয়েছে। আবার, এরপর এ পুস্তকেই আমার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র এ ওহী আছে–

جَرِیُ اللّٰہِ فِیۡ حُلَلِ الۡاَنۡبِیَآءِ

"জারিউল্লাহি ফি হুলালিল আম্বিয়া" অর্থাৎ- নবীগণের পোষাকে আল্লাহ্‌র

রসূল। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আবার এ পুস্তকেই উক্ত ওহীর সাথে আল্লাহ্‌র এ ওহী আছে–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহি ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফ্‌ফারি রুহামাউ বাইনাহুম।" এ ঐশী বাণীতে আমার নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছে এবং রসূলও। এ পুস্তকের ৫৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আর একটি ওহী এই–

دنیا میں ایک نذیر ایا–

"দুনিয়া মে এক নযীর আয়া" অর্থাৎ পৃথিবীতে একজন 'নযীর' (সতর্ককারী) এসেছেন। এ ওহীটির আর এক বর্ণনা আছে।

دنیا میں ایک نبی ایا–

"দুনিয়া মে এক নবী আয়া" অর্থাৎ- পৃথিবীতে একজন নবী এসেছেন। এরূপে বারাহীনে আহমদীয়ায় আরও বহু স্থানে আমাকে রসূল বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, মহানবী (সা.) যখন খাতামান্নাবীঈন তখন তাঁর পরে কীভাবে নবী আসতে পারেন? এর উত্তর এই যে, ঠিক সেভাবে কোন নতুন বা পুরাতন নবী নিশ্চয়ই আসতে পারেন না, যেভাবে আপনারা মনে করেন যে, শেষ যুগে ঈসা (আ.) নেমে আসবেন এবং তখনও তিনি নবী থাকবেন, চল্লিশ বছর ধরে তাঁর প্রতি নবুওয়তের ওহী হতে থাকবে এবং তাঁর দ্বিতীয় নবুওয়তকাল মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তকাল হতেও দীর্ঘতর হবে। এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা নিশ্চয়ই পাপ। কুরআনের আয়াত–

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

(ওয়ালাকির রসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবীঈন) এবং হাদীস لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ (লা নাবীয়্যা বা'দী), উক্ত আকিদাকে সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত করছে এবং আমরা এরূপ আকীদার ঘোর বিরোধী। উক্ত আয়াতের উপর আমরা পূর্ণ ও সত্যিকার বিশ্বাস রাখি।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা তা অবগত নয়। আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে জানিয়েছেন, মহানবী (সা.)-এর

পর কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পথ রুদ্ধ করা হয়েছে এবং এটা সম্ভব নয় যে, এরপর কোন হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান বা কোন নামধারী মুসলমান নিজেকে নবী বলে সাব্যস্ত করে। নবুওয়তের সকল পথ রুদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু একটি পথ সিরাতে সিদ্দীকির (সিদ্দিকীয়্যতের রাস্তা) খোলা আছে, যাকে 'ফানা ফির রসূল' বলে। সুতরাং এ পথ দিয়ে যে ব্যক্তি খোদার নিকটবর্তী হয়, তাকে প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মদী নবুওয়তের বসনেই ভূষিত করা হয়। এরূপে যিনি নবী হন, তিনি আক্রোশের পাত্র নন। কেননা এটা তাঁর স্বকীয় স্বতন্ত্র নবুওয়ত নয়, পরন্তু তিনি এটা তাঁর নবীর উৎস হতে গ্রহণ করেন এবং নিজ গৌরবের জন্য নয় বরং তাঁর নবীর গৌরব প্রকাশের জন্য। এ কারণে আকাশে তাঁর নাম মুহাম্মদ (সা.) ও আহমদ (সা.)। এর অর্থ এই যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়ত অবশেষে বুরুযীভাবে হলেও মুহাম্মদ (সা.)-ই প্রাপ্ত হলেন, অন্য কেউ এটা পেল না। অতএব,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

আয়াতটির অর্থ হবে এরূপ:

لَيْسَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِ الدُّنْيَا وَلٰكِنْ هُوَ اَبٌ لِرِجَالِ الْاٰخِرَةِ
لِاَنَّهٗ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا سَبِيْلَ اِلٰى فُيُوْضِ اللّٰهِ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِهٖ

(অর্থাৎ- মুহাম্মদ এই মরলোকবাসীদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; তিনি অমরলোকবাসী পুরুষদের পিতা; কেননা তিনি 'খাতামান্নাবীঈন' তাঁর সূত্র ব্যতীত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবার আর কোনই পথ নেই।) মোটকথা আমি মুহাম্মদ ও আহমদ (সা.) হওয়ার কারণে আমার নবুওয়ত ও রিসালাত লাভ হয়েছে, স্বকীয়তায় নয়, 'ফানা ফির রসূল' হয়ে অর্থাৎ রসূলের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে পেয়েছি। সুতরাং এতে 'খাতামান্নাবীঈনের' অর্থে কোন ব্যতিক্রম ঘটলো না। পক্ষান্তরে ঈসা (আ.) আবার (এ পৃথিবীতে) আসলে (খাতামান্নাবীঈনের অর্থে) নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ হতে জেনে যিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) সংবাদ জানান, অভিধান অনুসারে তিনি নবী। অতএব যেখানে এ অর্থ বুঝাবে,

সেখানে নবী শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হবে। প্রত্যেক নবীর জন্য রসূল হওয়ার শর্ত রয়েছে। কারণ যদি তিনি রসূল না হন, তাহলে নির্মল গায়েবের খবর তিনি পেতে পারেন না।

لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'লা কাউকেও গায়েবের সংবাদের আধিপত্য দান করেন না, পরন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি রসূল হিসেবে মনোনীত করেন (সূরা আল্ জিন্নঃ ২৭-২৮)।

আয়াতটি এরূপ সংবাদ লাভের পরিপন্থী। যদি মহানবী (সা.)-এর পর এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে নবীর আগমন অস্বীকার করা যায়, তাহলে এটি অবশ্যই মানতে হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত। কারণ যাঁর উপর আল্লাহ্র নিকট হতে গায়েবের সংবাদ প্রকাশিত হবে–

لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ

আয়াত অনুসারে তাঁর উপর 'নবী' শব্দের মর্ম প্রযুক্ত হবে। এরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরিত হবেন, তাঁকে আমরা রসূল বলব। তন্মধ্যে পার্থক্য এই যে, মহানবী (সা.)-এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত নতুন শরীয়তসহ কোন নবী বা রসূল আসবে না; অথবা কোন ব্যক্তি নবী নাম লাভের অধিকারী হবেন না, যিনি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ না করেন এবং এমন 'ফানা ফির রসূল' অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর মধ্যে বিলীন হয়ে না যান, যার ফলে আকাশে তাঁর নাম মুহাম্মদ (সা.) রাখা হয়।

وَمَنِ ادَّعٰى فَقَدْ كَفَرَ

[এবং যে (স্বতন্ত্রভাবে) দাবী করে সে নিশ্চয়ই কাফির] এর মধ্যে আসল তত্ত্ব এই যে, খাতামান্নাবীঈন শব্দের মর্মানুযায়ী স্বাতন্ত্রের লেশমাত্র বাকী থাকতে কোন ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করলে, সে খাতামান্নাবীঈনের উপরস্থ মোহর ভঙ্গকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ খাতামান্নাবীঈন এর মধ্যে এরূপ বিলীন হয়ে যান যে, তাঁর সাথে আক্রান্ত একীভূত হয়ে এবং স্বীয় স্বতন্ত্রের পূর্ণ বিলোপ সাধন দ্বারা তাঁরই নাশ লাভ করেন এবং পরিণামে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাঁর সত্তায় মহানবী (সা.)-এর ছবি ফুঁটে উঠে, তাহলে মোহরকে না ভেঙ্গেই

তিনি নবী আখ্যা লাভ করবেন, কারণ প্রতিচ্ছায়ারূপে তিনি মুহাম্মদ (সা.)। মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত এ প্রতিবিম্বিত ব্যক্তির নবী ও রসূলের দাবী সত্ত্বেও সৈয়্যদনা মুহাম্মদ (সা.)-ই খাতামান্নাবীঈন থাকেন। কেননা এ দ্বিতীয় মুহাম্মদ (সা.) সে প্রথম মুহাম্মদ (সা.)-এরই প্রতিকৃতি এবং তাঁর নামে আখ্যায়িত। কিন্তু ঈসা (আ.) স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ফলে খতমে নবুওয়তের মোহর না ভেঙ্গে তিনি আসতে পারেন না।

যদি বুরুযী রঙেও কেউ নবী বা রসূল হতে না পারে তাহলে

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ

প্রার্থনার অর্থ কি?*

অতএব স্মরণ রাখতে হবে যে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিবিম্বরূপে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করি না। এ অর্থেই সহীহ্ মুসলিমেও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে নবী বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ হতে যিনি গায়েবের সংবাদ পান, তাঁর নাম নবী না হলে কী নামে তাঁকে অভিহিত করা যাবে? যদি বল তাঁকে 'মুহাদ্দাস' বলা উচিত তাহলে

---

* স্মরণ রেখো যে, এ উম্মতের জন্য সেসব অনুগ্রহের ওয়াদা আছে যা অতীতে নবী ও সিদ্দীকগণ পেয়েছিলেন। উক্ত অনুগ্রহরাজির মধ্যে সেই সকল নবুওয়ত এবং ভবিষ্যতের সংবাদ রয়েছে, যার কারণে অতীত নবীগণ (আ.) নবী আখ্যা লাভ করেছিলেন। কুরআন শরীফ নবী এবং রসূল ব্যতিরেকে অন্যের ওপর গায়েব বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। যেরূপ

لَا يُظۡهِرُ عَلٰى غَيۡبِهٖۤ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارۡتَضٰى مِنۡ رَّسُوۡلٍ

আয়াত হতে প্রমাণিত হয়। সুতরাং পরিষ্কারভাবে গায়েবের সংবাদ পেতে হলে নবী হওয়া আবশ্যক।

اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ

আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ উম্মত নির্মল গায়েবের সংবাদ হতে বঞ্চিত নয়। উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী পরিষ্কার গায়েবের সংবাদ লাভের জন্য নবুওয়ত ও রিসালাতের প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নবুওয়ত প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং মানতে হয় যে, আল্লাহ্‌র এই দান পাবার জন্য একমাত্র বুরুয (আত্মিক বিকাশ), যিল্ল (ছায়া) বা ফানা ফির রসূলের পথ খোলা আছে। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করুন।

আমি বলতে চাই যে, কোন অভিধানেই 'তাহ্‌দীসের' অর্থ গায়েবের সংবাদ দেয়া নয়; কিন্তু নবুওয়তের অর্থ গায়েবের সংবাদ দেয়া। নবী আরবি ও হিব্রু, উভয় ভাষার শব্দ। হিব্রুতে এ শব্দের উচ্চারণ 'নাবী' এবং এটা 'নাবা' ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট হতে জেনে গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবীর জন্য শরীয়তদাতা হওয়ার শর্ত নেই। নবুওয়ত আল্লাহ্‌র অপার্থিব দান। এর দ্বারা গায়েবের সংবাদ ব্যক্ত হয়।

সুতরাং আমি যখন আজ পর্যন্ত খোদার নিকট হতে প্রায় দেড়শত ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করে স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখেছি। তখন আমার নবী ও রসূল হওয়া আমি কীরূপে অস্বীকার করতে পারি? স্বয়ং খোদা তা'লা যখন আমাকে নবী ও রসূল আখ্যা দিয়েছেন, তখন আমি কীরূপে এটা প্রত্যাখ্যান করতে পারি এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যকে ভয় করি?

যে খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ; আমি তাঁর শপথ করে বলছি, **তিনি আমাকে মসীহ্ মাওউদরূপে পাঠিয়েছেন।** আমি যেভাবে কুরআন শরীফের আয়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি সেরূপ বিন্দুমাত্র পার্থক্য না করে আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি পরিষ্কার ওহীর উপর ঈমান রাখি। এগুলোর সত্যতা অবিরাম নিদর্শনের দ্বারা আমার নিকট সুপ্রকাশিত হয়েছে। আমি কা'বাগৃহে দাঁড়িয়ে শপথ করতে পারি যে, যেসব পবিত্র ওহী আমার নিকট অবতীর্ণ হয়, এগুলো সে আল্লাহ্‌র বাণী যিনি হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আপন বাণী প্রেরণ করেছিলেন। পৃথিবী আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। আকাশও আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই ঘোষণা করেছে **আমি আল্লাহ্‌র খলীফা**। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাকে প্রত্যাখ্যান করাও অবধারিত ছিল। যাদের হৃদয়ের ওপর পর্দা পড়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করবে না। যেভাবে খোদা তাঁর নবীগণকে সাহায্য করেন, আমি জানি, নিশ্চয়ই তিনি আমাকেও সেভাবে সাহায্য করবেন। আমার বিরুদ্ধে কেউ টিকতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্‌র সমর্থন তাদের সঙ্গে নেই। যেসব স্থানে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করেছি, সেখানে এ অর্থেই করেছি যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নই এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীও নই। কিন্তু আমি আমার নেতা রসূলের (সা.) আত্মিক কল্যাণ লাভ করে এবং তাঁরই নামে আখ্যায়িত হয়ে, তাঁরই মাধ্যমে খোদা হতে আমি গায়েবের জ্ঞান পেয়েছি। এ অর্থে আমি নবী ও রসূল। কিন্তু

আমার কোন নতুন শরীয়ত নেই। এরূপে নবী হওয়া আমি কখনও অস্বীকার করি নি। পরন্তু এ অর্থেই আল্লাহ্ আমাকে নবী ও রসূল বলে সম্বোধন করেছেন। অতএব এখনও আমি এ অর্থে নবী ও রসূল হওয়া অস্বীকার করি না।

من نیستم رسول و نیاوردہ ام کتاب আমার একটি উক্তি। এর অর্থ মাত্র এতটুকু যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নই।

হ্যাঁ, একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে কখনও ভুললে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদা তা'লার তরফ হতে আমাকে জানান হয়েছে যে, আমার প্রতি তাঁর এ করুণা সাক্ষাৎভাবে হয় নি। পরন্তু আকাশে এক পবিত্র সত্তা আছেন, যাঁর আত্মিক শক্তি আমার মাঝে ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাঁর নাম মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁর মধ্যবর্তিতা বজায় রেখে এবং এবং তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে, তাঁর মুহাম্মদ (সা.) ও আহমদ (সা.) নাম লাভ করে আমি রসূল ও নবী অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত এবং আল্লাহ্ হতে গায়েবের সংবাদ প্রাপ্ত হই। কারণ আমি প্রতিফলন ও প্রতিবিম্বন প্রক্রিয়ায় প্রেম দর্পণের মধ্যবর্তিতায় সে নাম পেয়েছি। এরূপে খাতামান্নাবীঈনের মোহর অক্ষুন্ন রয়েছে। যদি কেউ আল্লাহ্‌র এ ওহীর প্রতি নারাজ হয় যে, কেন খোদা তা'লা আমার নাম নবী ও রসূল রেখেছেন, তাহলে এটা তার মূর্খতা হবে। কারণ আমার নবী ও রসূল হওয়াতে নবুওয়তের মোহর ভঙ্গ হয় না।*

---

* কতই না সুন্দর কথা যে, এভাবে একদিকে যেমন খাতামান্নাবীঈনের ভবিষ্যদ্বাণীর মোহর ভঙ্গ হল না অপরদিকে তেমনি–

لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ

আয়াতে উল্লেখিত নবুওয়ত বলতে যা বুঝায়, তা হতে উম্মতের সব ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হল না। কিন্তু যে ঈসা (আ.)-এর নবুওয়ত ইসলামের ছয়শ' বছর পূর্বেকার বলে স্বীকৃত, তাঁকে এ পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার নামিয়ে আনলে ইসলামের কিছুই বাকী থাকে না। এতে খাতামান্নাবীঈন আয়াতের স্পষ্ট অস্বীকৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে আমরা প্রতিপক্ষের কেবল গালিই শুনব। অতএব তারা গালি দিতে থাকুক–

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ○

(অর্থাৎ অত্যাচারীরা অচিরে জানবে, তারা প্রত্যাগমনের কোন্ স্থানে প্রত্যাগত হবে।)

এ কথা সুস্পষ্ট যে, আমি যেমন নিজের সম্বন্ধে বলি যে, আল্লাহ্ আমাকে নবী ও রসূল নামে অভিহিত করেছেন, তেমনি আমার বিরুদ্ধবাদীরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্বন্ধে বলে যে, তিনি আমাদের নবী (সা.)-এর পর পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করবেন। যেহেতু তিনি নবী, সুতরাং তাঁর পুনরাগমনে, সে আপত্তিই উঠবে, যা আমার বিরুদ্ধে করা হয়। অর্থাৎ খাতামান্নাবীঈনের খাতামিয়্যতের মোহর ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, মহানবী (স.)-এর পর, যিনি প্রকৃতপক্ষে খাতামান্নাবীঈন ছিলেন, আমাকে নবী ও রসূল নামে অভিহিত করলে, কোন আপত্তির কথা নয় এবং এতে খাতামিয়্যতের মোহরও ভাঙ্গে না। কারণ আমি বার বার বলেছি যে–

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ

আয়াতানুযায়ী আমি বুরুযীভাবে সেই খাতামুল আম্বিয়া এবং খোদা আজ হতে বিশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া (নামক পুস্তকে) আমার নাম মুহাম্মদ (সা.) ও আহমদ (সা.) রেখেছেন এবং আমাকে মহানবী (সা.)-এরই সত্তা নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং এভাবে আমার নবুওয়তের দ্বারা মহানবী (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়ার মর্যাদায় কোন ধাক্কা লাগে নি। কারণ ছায়া আপন মূল সত্তা হতে পৃথক নয়। যেহেতু আমি প্রতিবিম্বস্বরূপ মুহাম্মদ (সা.), সুতরাং এ প্রকারে খাতামান্নাবীঈনের মোহর ভাঙ্গে নি। কারণ মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়ত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ আমি যখন বুরুযীভাবে মহানবী (সা.) এবং বুরুযী রঙে সমস্ত মুহাম্মদী কামালাত মুহাম্মদী নবুওয়তসহ আমার প্রতিবিম্বের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে, তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কোথা হতে আসলেন, যিনি পৃথকভাবে নবুওয়তের দাবী করলেন। ভাল কথা, যদি তোমরা আমাকে গ্রহণ না কর, তাহলে জেনে রেখ, যে প্রতিশ্রুত মাহদী রূপে ও গুণে মহানবী (সা.)-এর ন্যায় হবেন এবং তার নাম মহানবী (সা.)-এর মত হবে। অর্থাৎ নামও মুহাম্মদ (সা.) ও আহমদ (সা.) হবে এবং তিনি তাঁর আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত তাঁর বংশের হবেন।*

---

* আমার পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস হতে সাব্যস্ত হয়, আমার এক দাদী সম্ভ্রান্ত ফাতেমী বংশীয় সৈয়্যদা ছিলেন, মহানবী (সা.)-ও এর সত্যায়ন করেছেন। স্বপ্নে তিনি আমাকে বলেছেন,

سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ عَلٰى مَشْرَبِ الْحَسَنِ

(টীকা চলমান)

কোন কোন হাদীসে আছে, "তিনি আমার মধ্য হতে হবেন।" এ গভীর ইঙ্গিত ঐ কথার দিকে যে, তিনি রূহানীয়তের দিক দিয়ে সেই নবীর মধ্য হতে বের হবেন এবং তাঁরই আত্মিক রূপের হবেন। এতে প্রমাণিত হয়, যে শব্দসমষ্টি দ্বারা মহানবী (সা.) পরস্পরের সম্বন্ধ প্রকাশ করেছেন, এমনকি দুইজনের নাম এক রেখেছেন, সে শব্দসমষ্টি দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) প্রতিশ্রুত পুরুষকে স্বীয় বুরুয বলতে চান। যশুয়া যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর বুরুয ছিলেন। বুরুযের জন্য এটা জরুরী নয় যে, বুরুযী ব্যক্তিকে মূল পুরুষের পুত্র বা পৌত্র হতে হবে। অবশ্য এটা প্রয়োজনীয় যে, রূহানীয়তের সম্বন্ধের দিক দিয়ে যিনি বুরুয হবেন, তাঁকে মূল পুরুষ হতে উদ্ভূত হতে হবে এবং আদি হতে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ এবং সম্বন্ধ থাকতে হবে।

চলমান টীকা:

"সালমানু মিন্না আহ্‌লিল বায়তি আলা মাশরাবিল হাসানে।" এ বাক্যে আমার নাম রাখা হয়েছে সালমান; অর্থাৎ দুই সাল্‌ম বা দুই শান্তি। আরবী ভাষায় 'সালম' শব্দের অর্থ শান্তি। এটা নির্ধারিত হয়েছে যে, এক হল অভ্যন্তরীণ শান্তি, যা অভ্যন্তরীণ হিংসা ও বিদ্বেষকে দূর করবে; দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক শান্তি, যা বাইরের শত্রুতার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে ও ইসলামের মহিমা প্রদর্শন করে অমুসলমানদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবে। বুঝা যাচ্ছে, হাদীসে যেখানে সালমানের উল্লেখ আছে সেখানে আমাকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নচেৎ সালমানের জন্য দুই প্রকার শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ায় তার জন্য প্রযুক্ত হয় না। আমি খোদার নিকট হতে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে বলছি যে, আমি পারস্য বংশীয় এবং কনযুল উম্মালের হাদীস অনুসারে পারস্য বংশীয়গণও বনী ইসরাঈল এবং আহলে বয়াত (ঘরের লোক)। কাশ্‌ফে (অতি জাগ্রত স্বপ্নে) হযরত ফাতেমা (রা.) আমার মাথা তাঁর উরুদেশে রেখেছেন এবং আমায় দেখিয়েছেন যে, আমি তাঁর থেকে উদ্ভূত। এ কাশ্‌ফ বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিত আছে।*

---

* বারাহীনে আহমদীয়াতে উপরোক্ত কাশ্‌ফটি এভাবে লিপিবদ্ধ আছে, "উপরোক্ত এলহামে রসূল (সা.)-এর বংশধরদের ওপর দরূদ প্রেরণ করার যে নির্দেশ রয়েছে এর মধ্যে এ রহস্যই নিহিত আছে যে, ঐশী কল্যাণরাজি অর্জনে আহলে বায়তকে ভালবাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হন তিনি এ সকল পাক ও পবিত্র সত্তাদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন এবং সকল জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানে তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে সাব্যস্ত হন। এ স্থানে একটি উজ্জ্বল দিব্যদর্শন আমার মনে পড়ল আর তা এই যে, একবার মাগরিবের নামাযের পর জাগ্রত অবস্থায়

সুতরাং বুরুয শব্দের তত্ত্ব প্রকাশের জরুরী অর্থের আলোচনা ছেড়ে মহানবী (সা.)-এ বুরুয তার পৌত্র (বংশধর) হবেন ঘোষণা করে বেড়ানোর খেয়াল মহানবী (সা.)-এর মারেফতের মহিমার সম্পূর্ণ বিরোধী, কেউ বলতে পারেন কি, বুরুযের জন্য পৌত্র হওয়ার আবশ্যকতা কী? বুরুযের জন্য যদি এ প্রকার সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল, তাহলে এরূপ নিম্নতর সম্পর্কের কী প্রয়োজন ছিল? পুত্র হওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আপন পবিত্র কালামে মহানবী (সা.)-কে কারও পিতা হওয়া অস্বীকার করেছেন, পক্ষান্তরে তাঁর বুরুযের সংবাদ দিয়েছেন। যদি বুরুয ঠিক না হতো তাহলে–

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ

আয়াতটিতে প্রতিশ্রুত পুরুষের সহচরগণকে মহানবী (সা.)-এর সাহাবার শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে কেন? কাজেই বুরুযকে অস্বীকার করলে এ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হবে।

মহানবী (সা.)-এর সাথে মাহদীর সম্পর্ককে যারা দৈহিক বলে মনে করেন, তাদের কেউ বলেছেন, মাহদী হাসান বংশীয় হবেন; কেউ বলেছেন, হুসায়েন বংশীয় হবেন এবং কেউ বলেছেন, আব্বাস বংশীয় হবেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কেবল এ উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সন্তানের ন্যায় তার ওয়ারীশ হবেন, যথা তাঁর নামের, তাঁর গুণের, তাঁর জ্ঞানের, তাঁর আধ্যাত্মিকতার এবং সবদিক দিয়ে তিনি নিজের মধ্যে তাঁর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখাবেন। নিজের পক্ষ

চলমান টীকা:

অল্প সময়ের জন্য নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলি যা নেশা সদৃশ ছিল। সে সময় এক অদ্ভুত জগত আমার সামনে প্রকাশিত হলো। প্রথমে কয়েকজন মানুষের দ্রুত চলার শব্দ পাই। যেমন দ্রুত চলা অবস্থায় জুতা ও মোজার শব্দ হয়ে থাকে। ঠিক সেই সময় অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আকর্ষণীয় ও সুন্দর চেহারার পাঁচজন ব্যক্তি আমার সামনে আসেন। অর্থাৎ পয়গম্বরে খোদা (সা.), হযরত আলী (রা.), হযরত হাসান (রা.), হযরত হুসায়েন (রা.) ও হযরত ফাতেমাতুয্ যোহরা (রা.)। তাদের মধ্য হতে একজন আমার যতটুকু মনে পড়ছে হযরত ফাতেমা (রা.) অত্যন্ত স্নেহ ও মমতায় স্নেহময়ী মায়ের ন্যায় এ অধমের মাথা নিজ উরুতে রেখে নিলেন। এরপর আমাকে একটি কিতাব দেওয়া হলো যার সম্বন্ধে বলা হলো যে, এটা কুরআনের তফসীর, যা আলী (রা.) লিখেছেন এবং এখন আলী (রা.) এ তফসীর তোমাকে দিচ্ছেন। ফালহামদুলিল্লাহি আলা যালিকা। (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১, পৃ. ৫৯৯, টীকা-পাদটীকা নম্বর: ৩))

হতে নয়, পরন্তু সবকিছু তিনি তাঁর নিকট হতে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁরই চেহারা দেখাবেন। সুতরাং যেমন বুরুযীভাবে তিনি তাঁর নাম, তাঁর গুণ, তাঁর জ্ঞান নিবেন, তেমনি তাঁর নবী উপাধিও গ্রহণ করবেন। কারণ বুরুযী ছবি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ছবি সবদিক দিয়ে আপন আসলের পূর্ণতা প্রকাশ করে। সুতরাং নবুওয়ত যেহেতু নবীর মধ্যে একটি গুণ অতএব বুরুযী ছবির মধ্যেও উক্ত গুণের বিকাশ হওয়া আবশ্যক। সব নবী একথা স্বীকার করে এসেছেন যে, বুরুযী ব্যক্তি মূল ব্যক্তির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। এমনকি নাম পর্যন্ত এক হয়ে যায়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, যেমন বুরুযীভাবে মুহাম্মদ (সা.) এবং আহমদ (সা.) নাম রাখলে দুই মুহাম্মদ (সা.) এবং দুই আহমদ (সা.) হন না, তদ্রূপ বুরুযীভাবে নবী ও রসূল বললে খাতামান্নাবীঈনের মোহর ভাঙ্গে না। কারণ বুরুযী সত্তা কোন পৃথক সত্তা নয়। এরূপ হলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামের নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সব নবী একমত যে বুরুযের মধ্যে দ্বৈততা থাকে না। কারণ বুরুযের মর্যাদা নিম্নবর্ণিত রূপে হয়ে থাকে।

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی
تاکس نگوید بعد زیں من دیگرم تو دیگری

মান তু শুদাম তু মান শুদি মান তান শুদাম তু জান শুদি
কাসে না গোয়েদ বা'দ আযিঁ মান দীগরম তু দীগরি

আমি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি; আমি হলাম দেহ, তুমি হলে প্রাণ;
পরে যেন না বলে কেউ, আমি এক তুমি অন্য।

কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করলে, খাতামান্নাবীঈনের মোহর না ভেঙ্গে তিনি পৃথিবীতে কীভাবে আসবেন? সুতরাং 'খাতামান্নাবীঈন' শব্দ এক ঐশী মোহর, যা মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের ওপর সংযুক্ত হয়েছে। এরপর এ মোহর ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে এটা সম্ভব যে, মহানবী (সা.) একবার নয়, পরন্তু হাজার বার পৃথিবীতে বুরুযী রূপে অবতীর্ণ হতে পারেন এবং বুরুযী রঙে সকল গুণসহ আপন নবুওয়তকেও প্রকাশ করতে পারেন। এই বুরুয খোদা তা'লার তরফ হতে এক নির্ধারিত পদবী ছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন :

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ

নবীগণের আপন বুরুযের প্রতি আক্রোশ থাকে না। কারণ তাঁরা তাঁদের ছবি ও নক্শা হয়ে থাকে। কিন্তু অপরের জন্য নিশ্চয়ই এটা আক্রোশের কারণ হয়। ভেবে দেখ, হযরত মূসা (আ.) যখন মেরাজের রাত্রে দেখলেন যে, মহানবী (সা.) তাঁকে ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছেন, তখন কীভাবে তিনি কেঁদে কেঁদে মনের আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যে অবস্থায় খোদা তা'লা বলেন যে, তোমার পর আর কোন নবী আসবে না এবং তিনি নিজ কথার বিরুদ্ধে পুনরায় ঈসা (আ.)-কে পাঠিয়ে দেন, তাহলে এরূপ কাজ মহনবী (সা.)-এর কি পরিমাণ মনোক্ষোভের কারণ হবে। মোটকথা, বুরুযী রঙের নবুওয়ত দ্বারা খতমে নবুওয়তে কোন তারতম্য ঘটে না এবং মোহরও ভাঙ্গে না। কিন্তু অন্য কোন নবী আসলে ইসলামের মূল উৎপাটিত হয়ে যায় এবং মহানবী (সা.)-এর একান্ত অপমান হয় যে, দাজ্জাল হত্যার বিরাট কাজ ঈসা (আ.)-এর দ্বারা সমাধা হল অথচ মহানবী (সা.)-এর দ্বারা হল না এবং মহিমান্বিত আয়াত–

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

নাউযুবিল্লাহ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়। অত্র আয়াতে এক ভবিষ্যদ্বাণী গুপ্ত আছে। এটা এই যে, এরপর কিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়তের উপর মোহর লেগে গেছে এবং বুরুযী সত্তা ব্যতিরেকে যিনি স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর সত্তা, অন্য কারও মধ্যে এ শক্তি নেই যে, খোলাখুলিভাবে নবীগণের ন্যায় খোদার নিকট হতে কোন গায়েবের জ্ঞান লাভ করে। যেহেতু সেই বুরুযী মুহাম্মদ (সা.), যিনি পূর্ব হতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আমি স্বয়ং; সুতরাং বুরুযী রঙের নবুওয়ত আমাকে দেওয়া হয়েছে। এখন এ নবুওয়তের মোকাবিলায় সমস্ত জগত অসহায়। কারণ নবুওয়তের উপর মোহর রয়েছে। সমস্ত মুহাম্মদী গুণে ভূষিত একজন মুহাম্মদী বুরুয শেষ যুগের জন্য নির্ধারিত ছিল। তদনুযায়ী তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এখন এ পথ ছাড়া নবুওয়তের ঝরণা হতে পানি নেওয়ার জন্য অপর কোন পথ বাকি নেই। সারকথা এই যে, বুরুযী জাতীয় নবুওয়ত ও রিসালাত দ্বারা খাতামিয়্যতের মোহর ভাঙ্গে না এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের ধারণা, যা পক্ষান্তরে–

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

আয়াতের মিথ্যা প্রতিপাদক, এটা খাতামিয়্যতের মোহরকে ভেঙ্গে দেয়। এই অপলাপ এবং বিরোধী আকীদার কুরআন শরীফে কোথাও চিহ্ন নেই। এটা সম্ভবইবা কীরূপে হতে পারে, যখন এটি উল্লেখিত আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু এক বুরুযী নবী ও রসূলের আগমন কুরআন শরীফ দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে। যেমন ওয়া আখারিনা মিনহুম–

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ

আয়াত দ্বারা প্রকাশিত। এ আয়াতের মধ্যে বর্ণনার এক সূক্ষ্মতা আছে। এটা এই যে, যে দলকে সাহাবা গণ্য করা হয়েছে তাদের উল্লেখ এতে এসেছে কিন্তু এ স্থানে উল্লেখিত বুরুযের পরিষ্কার উল্লেখ নেই, অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদের, যাঁর দ্বারা ঐ সমস্ত লোক সাহাবাদের শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং যাঁদেরকে সাহাবাদের (রা.) ন্যায় মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার অধীন গণ্য করা হয়েছে। এ কথা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বুরুয হিসেবে উল্লেখিত ব্যক্তির স্বীয় কোন সত্তা নেই। এ জন্য বুরুযী নবুওয়ত এবং রিসালাত দ্বারা খাতামিয়্যতের মোহর ভাঙ্গল না। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে তাঁকে অস্তিত্ববিহীনরূপে রাখা হয়েছে এবং তাঁর পরিবর্তে মহানবী (সা.)-কে পেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে–

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ

আয়াতে এক বুরুযী পুরুষের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যার যুগে কাওসার প্রকাশিত হবে, অর্থাৎ ধর্মীয় কল্যাণরাজির ঝরণাসমূহ প্রবহমান হবে এবং পৃথিবীতে বহুল সংখ্যায় সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে। এ আয়াতেও বাহ্যিক বংশধরের প্রয়োজনীয়তাকে তুচ্ছভাবে দেখানো হয়েছে এবং বুরুযী বংশধরের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যদিও খোদা আমাকে এ সম্মানে ভূষিত করেছেন যে, আমি ইসরাঈলি এবং ফাতেমীও এবং উভয় বংশ হতে উত্তরাধিকার লাভ করেছি, কিন্তু আমি রূহানীয়তের সম্বন্ধকে অগ্রগণ্য করি, যা বুরুযী সম্বন্ধ। এখন আমার এসব লেখার সারমর্ম এই, যে মূর্খ বিরুদ্ধবাদী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, এ ব্যক্তি নবী বা রসূল হবার দাবি করে। আমার এ প্রকার কোন দাবী নেই। তারা যেভাবে ধারণা করে আমি সেভাবে নবীও নই এবং রসূলও নই। তবে আমি যেভাবে বর্ণনা করে এসেছি সেভাবে নবী এবং রসূল। সুতরাং যে ব্যক্তি দুষ্টামি করে আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ

আনে যে, আমি (স্বতন্ত্র) নবুওয়ত এবং রিসালাতের দাবি করি, সে মিথ্যাবাদী এবং এরূপ খেয়াল অপবিত্র। বুরুযী আকারে আমাকে নবী এবং রসূল করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে খোদা বার বার আমার নাম নবীউল্লাহ্ এবং রসূলুল্লাহ্ রেখেছেন; কিন্তু বুরুযীরূপে। এর মধ্যে আমার নিজস্ব সত্তা নেই, পরন্তু মুহাম্মদ (সা.) বিরাজমান। এ কারণে আমার নাম মুহাম্মদ (সা.) এবং আহমদ (সা.) হয়েছে। সুতরাং নবুওয়ত এবং রিসালাত অপর কারও নিকট গেল না, মুহাম্মদ (সা.)-এর বস্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট রইল। আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম।

খাকসার

মির্যা গোলাম আহমদ

৫ নভেম্বর ১৯০১

A Misconception removed
(Eik Ghalati ka Izala)

A Misconception removed is an English translation of *Eik Ghalati Ka Izala* written by the Promised Messiah[as] in 1901. The book addresses the issue of the true nature of the Promised Messiah's[as] status as a Prophet and Messenger of God and explains at length how his Prophethood does not in anyway contravene the concept of *Khatm-e-Nubuwwat*. The verse of *Khataman Nabiyyin* contains a prophecy that none except a *Zill* of the Holy Prophet Muhammad[sa] can come after him. The *Zill* is never independent of the original. It is written in the book of Hadith that the Promised Messiah will be like the Holy Prophet[sa]. The belief that Jesus Christ himself will come to this world will change the connotation of *Khataman Nabiyyin*.

Denial of a *Nabi* (Prophet) is tantamount to believing that this umma has been deprived of Divine address and converse. Only, door for a law bearing Prophet has been closed after the Holy Prophet[sa].

The Promised Messiah[as] says:
'Whenever I have denied being a Prophet or Messenger, it has only been in the sense that I have not brought an independent law nor am I an independent Prophet.'

The coming of a Prophet and Messenger in the form of *Buruz* (spiritual manifestation of a Prophet) is substantiated by the Holy Quran.

© *Islam International Publications Ltd., UK*

ISBN 978-984-991-052-7

978 984 991 052 7